সংবাদ

তারিখ ১১।১।৮১
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

078

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বাস কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের দাবী মেনে নিয়েছে

জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১০ই জানুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।—গত বুধবারে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে বাস কর্মচারীদের অপ্রীতিকর ঘটনাটির ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা নিরসনের জন্য গতকাল শুক্রবার দুপুরে সরকারী ও বেসরকারী বাস কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন এবং আলাপ-আলোচনার পর ছাত্রদের বিভিন্ন

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

বাস কর্তৃপক্ষ

(১ম পাতার পর

দাবী মেনে নেয়া হয়।

সরকারী বাস কর্তৃপক্ষ প্রথমেই দাবীগুলো মেনে নেয় এবং প্রতিশ্রুতি দেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নং ও ২ নং গেটে যাত্রী ছাউনি করে দেয়া হবে। এই রুটের সকল সরকারী বাস এখানে থামবে। তারা অভিযুক্ত আনোয়ার নামক জনৈক কণ্ডাক্টরকে সাময়িকভাবে কাজ থেকে বরখাস্ত করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। পরে আটককৃত সরকারী বাসগুলো ছেড়ে দেয়া হয়।

সন্ধ্যায় বেসরকারী বাস কর্তৃপক্ষকে নিয়ে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় বসা হয় এবং সিদ্ধান্ত দেয়া হয় এই রুটে সকল বেসরকারী বাস সব সময় এখানে ষ্টপেজ দেবে এবং বর্তমান ঘটনার জন্য তারা দুঃখ প্রকাশ করে।

এছাড়া যে সকল ছাত্র-ছাত্রী ঐদিন আহত হয়েছে তাঁদের যাবতীয় চিকিৎসার ব্যয়ভার তারা গ্রহণ করবে এবং যাদের মালামাল হারিয়েছে তার ক্ষতিপূরণ বাবদ পাঁচ হাজার টাকা দেবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতিগ্রস্ত বাসটি মেরামতের জন্য সমস্ত খরচ তারা বহন করবে বলে লিখিতভাবে জানানো হয়।

এছাড়া এই রুটে ছাত্র-ছাত্রীদের বাস ভাড়া শতকরা ৫০ ভাগ কনসেশনের জন্য অবিলম্বে কর্তৃপক্ষকে নিয়ে বৈঠকে বসবেন এবং আগামী সাত দিনের মধ্যে এর জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

গাবতলীর ঘটনার জন্য অভিযুক্ত মোমিন পরিবহণ এবং তার ড্রাইভার, কণ্ডাক্টর ও মালিকসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করবে বলে সকলকে জানানো হয়েছে।

রাত দশটায় বেসরকারী সকল বাস-ট্রাক ছেড়ে দেয়া হয়।

গত বুধবার একটি বাস এখানে না থেমে জনৈক ছাত্রকে জোরপূর্বক ঢাকা নিয়ে যায় এবং নাজেহাল করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রথমে পাচটি বাস আটক করে মীর মশাররফ হোসেন হল চত্বরে নিয়ে যায়। বেলা আড়াইটায় বাস মালিক, ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টররা মীরপুরের গাবতলীতে রাস্তার উপর বাস রেখে ঢাকা-আরিচা রুটে বাস চলাচল বন্ধ করে দেয় এবং যাত্রীদেরকে বাস থেকে নামিয়ে দেয়। এই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নিজস্ব পরিবহণ শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে গাবতলী পৌঁছলে এতে হামলা চালানো হয়। হামলায় একজন ছাত্রীসহ বেশ ক'জন ছাত্র আহত হয়।

এই খবর বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নং এবং ২নং গেটে বেরিকেড সৃষ্টি করে সরকারী ও বেসরকারী বাস, ট্রাক আটক করা হয়। রাত ১১টা পর্যন্ত ১২টি বাস ও ২০টি ট্রাক এবং সকল ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টরকে জিম্মি হিসেবে আটকিয়ে রাখা হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার ঢাকা-আরিচা রোডে বেলা তিনটে পর্যন্ত সরকারী ও বেসরকারী বাসচালকগণ ধর্মঘটে অংশ নেয়।